অধ্যায় - ৫১

উপসংহার, সদ্‌গুরু শ্রীসাইয়ের মহানতা, ফলশ্রুতি ও প্রসাদ যাচনা।

অধ্যায় ৫১ শেষ হয়ে গেছে এবং এবার অন্তিম অধ্যায় (মূল গ্রন্থের ৫২ অধ্যায়) লেখা হচ্ছে। এখানে হেমাডপন্ত যবনিকা টেনেছেন এবং ঐ রকম সূচী লেখার কথা দিয়েছেন, যে রকম অন্যান্য মারাঠী ধার্মিক কাব্যগ্রন্থে বিষয়-সূচী হিসেবে শেষে লেখা হয়। দুভার্গ্যক্রমে হেমাডপন্তের সমস্ত কাগজপত্র খোঁজাখুঁজি করার পরও সেই সূচী পাওয়া যায়নি। তখন বাবার এক পরম ভক্ত, ঠানের অবসরপ্রাপ্ত মাম্‌লৎদার শ্রী বি. ভি. দেব সেটা রচনা করেন। পুস্তকের শুরুতেই বিষয় সূচী দেওয়ার ও প্রত্যেক অধ্যায়ে বিষয়ের সংকেত শীর্ষক রূপে লেখার আধুনিক প্রথা। তাই উল্লেখিত সূচীপত্র এখানে দেওয়া হচ্ছে না। অতএব এই অধ্যায়টিকে উপসংহার মনে করাটাই ঠিক হবে। দূর্ভাগ্য এই যে হেমাডপন্ত নিজের লেখা এই অধ্যায়টির সংশোধন করে উঠতে পারেননি।

সদগুরু শ্রী সাইয়ের মহানতা ঃ-

"হে সাই, আমি আপনার চরণ বন্দনা করে আপনার কাছে 'শরণ' ভিক্ষে চাইছি। আপনিই এই সমগ্র বিশ্বের একমাত্র আধার।" এই রূপ দৃঢ় ধারণা নিয়ে আমরা তাঁর ভজন-পূজন করলে আমাদের সমস্ত ইচ্ছে শীঘ্র পুরণ হয়ে যাবে এবং আমরা আমাদের পরম লক্ষ্য লাভ করতে পারব। আজ মায়া -মোহের ঝঞ্ঝায় ধৈর্য্যরূপী বৃক্ষ পড়ে গেছে। অহংকার রূপী হাওয়ার জোরে হৃদয়রূপী সমুদ্রে ঝড় উঠেছে। ক্রোধ ও ঘৃণার রূপ ধরে কুমীরেরা সেখানে নির্ভয়ে বিচরণ করছে। অহংভাব ও সন্দেহের ঘূর্ণিতে নিন্দে, ঘৃণা ও ঈর্ষারূপী মাছ কিলবিল করে খেলে বেড়াচ্ছে। যদিও এই সমুদ্র এত ভয়ানক, তবুও আমাদের সদ্‌গুরু মহারাজ তার মধ্যে অগস্ত্য মুনিস্বরূপ। তাই ভক্তদের কিঞ্চিৎমাত্র ভয় পাওয়ার দরকার নেই। আমাদের সদ্‌গুরুই জাহাজ এবং তিনিই আমাদের নিরাপদে ভবসাগর পার করিয়ে দেবেন।

প্রার্থনা ঃ-

শ্রী সচ্চিদানন্দ সাই মহারাজকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে তাঁর চরণ ধরে আমরা সব

ভক্তদের কল্যাণ হেতু তাঁর কাছে প্রার্থনা করি- "হে সাই! আমাদের মনের চঞ্চলতা ও বাসনাগুলি দূর করে দাও। হে প্রভু! তোমার দুটি শ্রীচরণ ছাড়া আমাদের মনে অন্য কোন বস্তুর প্রতি আসক্তি যেন না থাকে। তোমার এই 'সৎচরিত্র' ঘরে-ঘরে পৌঁছুক এবং এর যেন নিত্য পাঠ হয়। যে ভক্তরা প্রেমপূর্বক এর অধ্যয়ন করে, তাঁদের সমস্ত বিপদ তুমি দূর কোর।"

ফলশ্রুতি (অধ্যয়নের পুরস্কার) ঃ-

এবার এই গ্রন্থটি পাঠ করলে তার কি ফল প্রাপ্ত হয় সে বিষয়ে কয়েকটি কথা লিখছি। এই গ্রন্থটি পাঠ করলে মনোবাঞ্ছিত ফলের প্রাপ্তি হবে। পবিত্র গোদাবরী নদীতে স্নান করে শিরডীর সমাধি মন্দিরে শ্রী সাইবাবার সমাধির দর্শন করার পর এই গ্রন্থটি পাঠ বা শ্রবণ শুরু করলে তোমার ত্রিবিধ (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক) বিপত্তি দূর হয়ে যাবে। সময়-সময় শ্রী সাইবাবার বিষয়ে কথা-বার্তা বলতে থাকলে তোমার আধ্যাত্মিক জগতের প্রতি অভিরুচি জাগবে এবং যদি তুমি এই ভাবে নিয়ম ও প্রেমপূর্বক অভ্যাস করতে থাকো, তাহলে তোমার সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যাবে। **যদি তুমি সত্যি-সত্যি জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি পেতে চাও, তাহলে তোমার সাইলীলাগুলি নিত্য পাঠ ও স্মরণ করা উচিত। তাঁর চরণে প্রগাঢ় প্রীতি থাকা উচিত।[১] সাই লীলারূপী সমুদ্র মন্থন করে তার থেকে প্রাপ্ত রত্নগুলি অন্যদেরও বিতরণ করো।** এর দ্বারা তুমি নিত্য নতুন আনন্দ অনুভব করবে এবং শ্রোতা অধঃপতন থেকে বেঁচে যাবে। যদি ভক্তরা অনন্য ভাবে তাঁর শরণে যায়, তাহলে ওদের মমত্ব নষ্ট হয়ে বাবার সঙ্গে অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়ে যাবে- যেমন নদীর সঙ্গে সাগরের। যদি তুমি তিনটি অবস্থার (অর্থাৎ জাগ্রত, স্বপ্ন ও নিদ্রা) মধ্যে কোন একটাতেও সাই চিন্তনে লীন থাকো, তাহলে তুমি সাংসারিক চক্র থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। **স্নানের পর প্রেম ও শ্রদ্ধার সঙ্গে যে এই গ্রন্থটি এক সপ্তাহে শেষ করতে পারে তার সব কষ্ট দূর হয়ে যাবে।[২] যারা এর নিত্য পঠন বা শ্রবণ করবে তারা সব ভয় হতে তক্ষুনি মুক্তি পাবে।** এর অধ্যয়নের ফলেই প্রত্যেকেই নিজের শ্রদ্ধা ও ভক্তি অনুসারে ফল পাবে। কিন্তু এই দুটির অভাবে কোনই ফলই প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। যদি তুমি এইটি শ্রদ্ধার সহকারে পাঠ করো, তাহলে শ্রীসাই প্রসন্ন হয়ে তোমায় অজ্ঞানতা ও দারিদ্রতার পাশ থেকে মুক্ত করে জ্ঞান, ধন ও সমৃদ্ধি প্রদান করবেন। মন একাগ্র করে নিত্য একটা অধ্যায়ও যদি পড়ো, তাহলেও অপরিমিত সুখ প্রাপ্ত হবে। এই গ্রন্থটি নিজের বাড়ীতে গুরু পূর্ণিমা, গোকুল অষ্টমী,

রাম নবমী, বিজয়া দশমী ও দীপাবলীর দিন অবশ্যই পড়া উচিত। মন দিয়ে যদি তুমি শুধু এই গ্রন্থটিই অধ্যয়ন করতে থাকো তাহলে সুখ ও সন্তুষ্টি প্রাপ্ত করবে ও সদৈব শ্রী সাই চরণে আসক্ত থাকবে। এই ভাবে সহজেই তুমি ভবসাগর পার হয়ে যাবে। এর অধ্যয়ন দ্বারা রোগীরা স্বাস্থ্য, ধনহীনরা ধন, দুঃখী ও পীড়িতজন শান্তি পাবে এবং মনের সমস্ত বিকার দূর হয়ে মানসিক স্থিরতা লাভ হবে।

আমার প্রিয় ভক্ত ও শ্রোতাগণ! আপনাদের প্রণাম করে আমার আপনাদের কাছে একটাই বিশেষ নিবেদন যে, যাঁর কথা আপনারা এত দিন ও মাস ধরে শুনলেন তাঁর পাপহরণকারী ও মনোহর চরণ কখনো বিস্মৃত হতে দেবেন না। যেরূপ উৎসাহী হয়ে, শ্রদ্ধাপূর্বক ও একাগ্রচিত্তে আপনারা এই কথাগুলি পঠন বা শ্রবণ করবেন, শ্রী সাইবাবা সেই রূপই সেবা করার বুদ্ধি আপনাদের প্রদান করবেন। লেখক ও পাঠক এই কাজে পরস্পর সহযোগীতায় সুখী হয়ে উঠুন।

প্রসাদ যাচনা ঃ-

শেষে আমারা এই গ্রন্থটি সমাপ্ত করার সময় সর্বশক্তিমান পরমাত্মাকে নিম্নলিখিত কৃপা বা প্রসাদ যাচনা করছি -

"হে ঈশ্বর! পাঠক ও ভক্তদের শ্রীসাই চরণে পূর্ণ ও অনন্য ভক্তি দিন। শ্রীসাইয়ের মনোহর স্বরূপই যেন ওঁদের চোখে সর্বদা বাস করে এবং সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে দেবাদিদেব শ্রীসাই ভগবানকে দর্শন করেন।"

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু ।।

সপ্তাহ পারায়ণ সমাপ্ত

১) মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্।। গীতা ৯/১৩

২) সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে।। গীতা ৯/১৪

ওঁ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডনায়ক যোগীরাজধীরাজ পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময় সমর্থ সদ্‌গুরু শ্রী সাইনাথ মহারাজ কী জয়।

আরতি

आरती साई बाबा। सौख्यदातार जीवा। चरणरजतली द्यावा दासा विसावा, भक्तां विसावा। आरती ०।। जाळुनिया अनंग। स्वस्वरुपीं राहे दंग मुमुक्षु जना दावी। जिन डोळा श्रीरंग। आरती१। जया मनीं जैसा भाव। तया तैसा अनुभव। दाविसी दयाघना ऐसी तुझी ही माव। आरतीं ।।२।। तुमचे नाम ध्यातां। हरे संसृति व्यथा। अगाध तव करणी। मार्ग दाविसी अनाथा, दाविसी अनाथ। आरती ।।३।। कलियुगीं अवतार। सगुण ब्रह्म साचार। अवतीर्ण झालासी। स्वामी दत्त दिगंबर। दत्त दिगंबर। आरती ।।४।। आठा दिवसां गुरुवारीं। भक्त करीति वारी। प्रभुपद पहावया। भव भय निवारी। भय निवारी। आरती ।।५।। माझा निज द्रव्य ठेवा। तव चरणरज सेवा। भागणें हेचि आतां। तुम्हा देवाधिदेवा, देवाधिदेवा। आरती ।। ६।। इच्छित दीन चातक। निर्मल तोय निजसुख। पाजावें माधवा या। सांभाळ आपुली भाक। आरती साईबाबा। सौख्यदातार जीवा ।। ७।।

ভাবার্থ

সব প্রাণীদের যিনি সুখ দেন হে শ্রী সাইবাবা, আমরা তোমার আরতি করি। নিজের দাস ও ভক্তদের নিজের চরণের শীতল ছায়ায় স্থান দাও। প্রদীপ্তভাবে তুমি সদা আত্মলীন হয়ে থাকো এবং মুমুক্ষুজনদের ঈশ্বর প্রাপ্তি করিয়ে দাও। যার যেরকম ভাব হয় তুমি তাকে সেরকমই অনুভূতি দাও। হে দয়ালু! তোমার এমনই বৈশিষ্ট্য। তোমার শ্রীচরণের শুধুমাত্র ধ্যান করেই ভক্তরা এই সংসারের ভয় থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তুমি সদৈব দীন ও অনাথদের রক্ষা করো। তোমার কার্য্যশৈলী অদ্বিতীয় ও অপূর্ব। হে দত্ত! এই কলিযুগে তুমি সগুণ ব্রহ্মরূপে অবতীর্ণ হয়েছ। তাই যে ভক্তরা নিত্য বৃহস্পতিবারে তোমার কাছে আসে তাদের সাংসারিক ভয় থেকে মুক্ত করে ভগবদ-দর্শনের যোগ্য করে তোল। হে দেবাদিদেব। তোমার চরণকমলই আমার সম্পত্তি। যেভাবে মেঘ স্বাতি নক্ষত্রের জলবিন্দু দিয়ে চাতক পাখীর তৃষ্ণা মেটায়, সেইভাবেই মাধব- (এইখানে নিজের নাম উচ্চারণ করুন) এরও তৃষ্ণা মিটিয়ে নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করো।

।। ॐ श्री साई यशः काय शिरडीवासिने नमः ।।

মানুষ ভজ রে গুরু চরণম্, দুস্তর ভব সাগর তরণম্ ।
গুরু মহারাজ জয় জয়, শ্রী সাই মহারাজ জয় জয় ।।

শ্রী সাই বাবার এগারোটি প্রতিশ্রুতি

শিরডীর ভূমিতে যে দেয় পা
বিপদ্-দুঃখ অনায়াসেই দূর হয় তার।(১)

সমাধির সিঁড়ি চড়ে সে
দুঃখের পিড়ী পায়ের তলায় ঠেলে।(২)

দেহ ত্যাগ করে চলে গেলেও
আসব ছুটে ভক্তের ডাক শুনে।(৩)

মনে ধারণ করো এই দৃঢ় বিশ্বাস
সমাধি পূরণ করে সব অভিলাষ।(৪)

সর্বদা আমায় জীবিতই জেনো
অনুভব করো, সত্যকে চেনো।(৫)

আমার শরণে এসে খালি হাতে ফিরে গেছে
এমন যদি কেউ থাকে জানাও আমাকে।(৬)

যেমন ভাব হয় যে জনের
তেমনি রূপ হয় আমার মনের।(৭)

ভার তোমার দিয়ে দাও আমার উপর
মিথ্যা হবে না কখনো বচন মোর।(৮)

এসে সাহায্য নাও ভরপুর
ইচ্ছা পূরণ নয় বেশী দূর।(৯)

কায়মনোবাক্যে যে শুধু আমার
হয়ে থাকি আমি চিরঋণী তার।(১০)

ধন্য ধন্য সেই ভক্ত অনন্য
আমি ছাড়া নেই যার কেউ অন্য।(১১)